360

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR. 3 1999 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫....

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ও প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত। তাই উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা HSC পাস করার পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার স্বপ্ন লালন করে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। যেমন- প্রথমত, আসা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সাথে SSC-তে প্রাপ্ত নম্বরের ৪% এবং HSC-তে প্রাপ্ত নম্বরের ৬% যোগ করে। ঢাকাসহ আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও এ নিয়ম পালন করা হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে বাংলাদেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় শুধু ভর্তি, পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। এখানে আমরা বিরাট পার্থক্য দেখতে পাই। অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা SSC এবং HSC-তে নকলের আশ্রয় নিয়ে বেশী নম্বর পায়। আবার অনেকে ভাল ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার পরেও SSC বা HSC-তে দুর্ঘটনাবশত নম্বর কম পায়। উপরে পার্থক্যটা আমরা এভাবে দেখতে পাই যে, যারা SSC বা HSC-তে ভাল রেজাল্ট করে তারা যদি ভর্তি পরীক্ষায় কোন রকম পাস করে তবে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু যাদের এসএসসি এবং HSC-তে রেজাল্ট একটু খারাপ তারা ভর্তি পরীক্ষা ভাল দেবার পরেও ভর্তির সুযোগ পায় না। এক্ষেত্রে SSC এবং HSC-এর প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হার কিছুটা কমিয়ে আনলে সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সমান বিচার হবে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের অধিবাসী। তাই একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন আমাদের দেশের অনেক ধর্মপ্রাণ ছাত্র-ছাত্রীদের। কিন্তু যেখানে ভর্তি পদ্ধতিতে SSC এবং HSC-তে প্রাপ্ত নম্বরের কোন মূল্যায়নই করা হয়নি। শুধু মাত্র ভর্তি পরীক্ষার ন্যূনতম নম্বর হলেই পরীক্ষা দিতে পারে। আর ভর্তি পরীক্ষা একটু ভাল হলেই ভর্তির সুযোগ পায়। এটা আমার মনে হয় কিছুটা হলেও নিয়ম বহির্ভূত কাজ। কারণ SSC এবং HSC-এর প্রাপ্ত নম্বরের যদি একটু মূল্যায়ন করা হয় তবে ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্বে থেকেই লেখাপড়ায় মনোযোগ দিবে। আমি সকল ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির নিকট বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

—এস এম এমদাদুল হক মিলন
বিএ (সম্মান), ২য় বর্ষ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।